গাছ ও তার ফল

(Tree and its Fruit)

লূক ৬ অধ্যায় ৪৩-৪৫ পদ

আমরা বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে লূক লিখিত সুসমাচার অনুসারে, পার্থিব পরিচর্যার শুরুতে "**সমতলে দত্ত যীশুর উপদেশ**" (৬:২০-৪৯) থেকে শিখছি। হারিয়ে যাওয়া পাপীদের অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন (লূক ১৯:১০)। অর্থাৎ, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী হয়েছিল, তাদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করতে তিনি এসেছিলেন। আমরা তাঁর এই কাজকে সুসমাচার প্রচারের দ্বারা পাপীদের পরিত্রাণ বলে থাকি। কিন্তু আজ যেমন আমরা করে থাকি, তিনি তেমন ভাবে লোকদেরকে যীশুকে হৃদয়ে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলেননি, কিংবা পাপীদের পাপস্বীকার করার প্রার্থনাও করতে বলেননি। পরিবর্তে, তিনি তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে বলেছেন।

তাই, এই উপদেশের শুরুতে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের বিভিন্ন আশীর্বাদ এবং যারা এখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করেনি, তাদের প্রতি বিভিন্ন সতর্কবাণী যীশু উচ্চারণ করেছেন। এরপর ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হিসাবে তাঁর শিষ্যরা কীভাবে জীবন যাপন করবে, তা যীশু বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সবার আগে যে কথা বলেছেন, তা হল, তারা যেন তাদের শত্রুদের প্রেম করে। তারপর যীশু তাদের যে আচরণ করতে বলেছেন, তা হল, তারা যেন অন্যদের বিচার না করে, কিংবা সর্বদা অন্যের বিচার করার মনোবৃত্তি বা মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়। এরপর, যীশু তাদের বলেছেন, তারা সত্যিসত্যি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা কি না, তা জানার জন্য তারা কীভাবে নিজেদের পরীক্ষা করবে। তিনি যে উপায়ের দ্বারা তাদের নিজেদের উপর এই পরীক্ষা করতে বলেছেন, তা যদিও খুবই সহজ, কিন্তু তা চূড়ান্ত গুরুত্বের অধিকারী।

আমরা যারা নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিই, আমাদের মুখ দেখে কি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আমরা সত্যই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা? না, আমাদের বাহ্যিক আকার দেখে এ বিষয়ে শেষকথা বলা সম্ভব নয়। তাহলে, ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্ব পরীক্ষা করার উপায় কী? আজ আমরা লূক ৬:৪৩-৪৫ পদ পাঠ করেছি। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে যারা নিজেদের পরিচয় দিই, তারা এই রাজ্যের নাগরিক কি না, সে বিষয়ে যীশু এখানে দুটি পরীক্ষার কথা বলেছেন: **ক। আচরণের পরীক্ষা**, এবং **খ। কথার পরীক্ষা**।

ক। আচরণের পরীক্ষা: যীশু যখন এই কথা প্রচার করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল। কিন্তু যীশু মূলতঃ তাঁর সদ্যনিযুক্ত প্রেরিত ও তাঁর অনুসরণকারী শিষ্যদের উদ্দেশে এই কথা প্রচার করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যে যারা প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনের বিভিন্ন আশীর্বাদের কথা বলেছেন। সেই রাজ্যের প্রজাদের জীবনযাত্রার কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের শত্রুদের প্রেম করতে ও সর্বদা অন্যের বিচার করার মনোভাব থেকে মুক্ত হতে বলেছেন। কিন্তু যীশুর এই সমস্ত কথা কেবল শ্রবণের দ্বারা তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিকত্ব প্রমাণিত হয় না। এখন, এই রাজ্যের নাগরিকত্ব সম্বন্ধে নিজেদের পরীক্ষা করার জন্য যীশু প্রথম যে উপায়ের কথা বলেছেন, তা হল তাদের কাজের পরীক্ষা।

যীশুর শিষ্য হিসাবে যদি আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের উচিৎ যীশুর দেওয়া এই পরীক্ষার দ্বারা আমাদের আত্মসমীক্ষা করা। আত্মসমীক্ষার এই উপায়ের কথা বলার ঠিক পূর্বে, যীশু তাঁর শিষ্যদের পরের বিচার করার মানসিকতা বর্জন করতে বলেছেন। তাই, শুরুতেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিকত্ব পরীক্ষা করার যে দুটি উপায়ের কথা যীশু এখানে বলেছেন, সেগুলির দ্বারা অন্যদের পরীক্ষা বা বিচার করা নয়, কিন্তু আত্মসমীক্ষা করতে যীশু আমাদের আদেশ করেছেন।

(১) আচরণের ব্যাখ্যা: ৪৩ পদে যীশু বলেছেন, ***"কারণ এমন ভালো গাছ নাই, যাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন মন্দ গাছও নাই, যাতে ভালো ফল ধরে।"*** এই কথা বলতে গিয়ে, যীশু ***'কারণ'*** বলে শুরু করেছেন। এর আগে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজাদের জীবন-যাত্রা যে জগতের মানুষদের জীবন-যাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত, তা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের শত্রুদের প্রেম করতে বলেছেন, পরের বিচার করার মনোভাব দূর করতে বলেছেন। জগতের মানুষের কাছে এগুলি যদিও অসম্ভব এবং অবাস্তব, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজার কাছে এগুলিই হল প্রকৃত খ্রীস্টীয় সংস্কৃতি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অবিশ্বাসীদের কাছে যখন এই প্রকারের জীবন অবান্তর, তখন বিশ্বাসীদের কাছে এই প্রকার জীবনের মধ্যে প্রকৃত আনন্দ। কেন এই পার্থক্য? এর উত্তরে যীশু বলছেন, *"কারণ, ভালো গাছে ভালো ফল ধরে, মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।"* নিজের চোখের কড়িকাট না সরিয়ে, যে পরের চোখের কুটা বের করতে ইচ্ছা করে, এবং তার দ্বারা আত্মধার্মিকতার বড়াই করে, তাকে কখনও ভালো গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ ভালো গাছে ভালো ফলই ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।

এখন, যীশু যখন এখানে দুই ধরণের গাছের কথা বলেছেন, তখন কি তিনি দুটি ভিন্ন প্রজাতির গাছের কথা বলেছেন, না কি, তিনি একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন গাছের কথা বলেছেন? যীশু এখানে দুটি ভিন্ন প্রজাতির গাছের কথা বলেছেন, কারণ পরবর্তী পদে তিনি ডুমুর ও দ্রাক্ষাফলের কথা বলেছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হিসাবে উত্তম ফল ধারণ করে থাকেন, কিন্তু যিনি এখনও এই রাজ্যের প্রজা নন, তিনি কখনও এই রাজ্যের প্রজার ন্যায় উত্তম ফল ধারণ করতে পারেন না।

(২) **আচরণের বিধি**: ৪৪ক পদে বলা হয়েছে, *"স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক গাছ চেনা যায়।"* অর্থাৎ, গাছ নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে কখনও ফল উৎপন্ন করতে পারে না। তাই, ফল হল, একজন মানুষের জীবনের দ্বারা উৎপন্নদ্রব্যের ছবি। এখন, একজন মানুষের জীবনের ফল বলতে কী বোঝায়? এর দ্বারা একজন মানুষ যে সমস্ত পথে নিজেকে প্রকাশ করে, তাদের নির্দেশ করে, যেমন তার মনোভাব, কথা, কাজ, ইত্যাদি। এর মধ্যে তার বাচনভঙ্গি, স্বীকারোক্তি, শিক্ষাও অন্তর্গত। ২যোহন ৯ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"যে কেউ অগ্রে চলে, এবং খ্রীস্টের শিক্ষাতে না থাকে, সে ঈশ্বরকে পায়নি, কিন্তু সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কেই পেয়েছে।"* আমাদের জীবনের ফল বা উৎপন্ন দ্রব্য কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আমরা কি খ্রীস্টের শিক্ষায় আছি?

(৩) **আচরণের উদাহরণ**: ৪৪খ পদে যীশু বলেছেন, *"লোকে তো কাঁটাবন থেকে ডুমুর সংগ্রহ করে না, এবং শ্যাকুলের ঝোপ থেকে দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করে না।"* যীশুর এই কথা থেকে পরিষ্কার, ঈশ্বর যে প্রজাতির গাছের জন্য যে ধরণের ফল উৎপন্ন করতে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই গাছ কেবল সেই ফলই ধারণ করতে পারে। হয়ত উপরে উপরে ডুমুর গাছের সঙ্গে কাঁটাবনের অনেক সাদৃশ্য আছে, কিংবা শ্যাকুলের ঝোপের সঙ্গে দ্রাক্ষালতার মিল আছে। কিন্তু কাঁটাবন কখনও ডুমুর কিংবা শ্যাকুলের ঝোপ কখনও দ্রাক্ষা উৎপন্ন করতে পারে না। ভাক্ত ভাববাদিদের থেকে সাবধান থাকার বিষয় বলতে গিয়ে মথি ৭:১৬-২০ পদে যীশু বলেছেন, *"তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটা গাছ থেকে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? . . . অতএব তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে।"* জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যাদেরকে যীশু খ্রীস্টের প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করতে মনোনিত করেছেন (ইফিষীয় ১:৪), তারাই ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজার জীবনের উপযোগী ফল উৎপন্ন করতে পারি। আমরা যোহন বাপ্তাউজকের কথা স্মরণ করতে পারি, যিনি তাঁর কাছে বাপ্তিস্মগ্রহণ করতে আগত ফরীশী ও সদ্দুকীদের উদ্দেশে এমন কথা বলেছিলেন, *"মনপরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও"* (মথি ৩:৮)। প্রকৃত অর্থে, আমাদের যদি মনপরিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে আমরা আমাদের আচার-আচরণে পরিবর্তিত ফল ধারণ করতে বাধ্য। আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে ফল উৎপন্ন করতে বাধ্য।

(৪) **আচরণের প্রয়োগ**: ৪৫ক পদে বলা হয়েছে, *"ভালো মানুষ নিজের হৃদয়ের ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালোই বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দই বাহির করে।"* মানুষের হৃদয়কে যীশু এখানে ভাণ্ডার, ধনকোষ, পাত্র বা আধার, বা গোলাঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই ভাণ্ডারে বা আধারে বা গোলাঘরের মধ্যে কী আছে, তার উপর নির্ভর করবে তা থেকে কী বাইরে আসবে। তার মধ্যে যদি ভালো বিষয় থাকে, তাহলে ভালো বিষয়ই বাইরে আসবে। কিন্তু মন্দ বিষয় থাকলে, মন্দ বিষয়ই বাইরে আসবে।

এর দ্বারা যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, তারা যেন তাদের নিজেদের আচার-আচরণ ভালো করে পরীক্ষা করে। কারণ তাদের জীবন কী ধরণের ফল উৎপন্ন করে, তার দ্বারা তাদের প্রকৃত পরিচয় জানা যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা নয়, সেই ব্যক্তি কখনও স্বর্গীয় ফল উৎপন্ন করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী ফলের জীবন যাপন করবেন। তাই, **ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা সর্বদা ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চেষ্টা করে**। সেই আদেশ শত্রুকে প্রেম করার মতো কঠিন আদেশ হতে পারে; আবার সর্বদা পরের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকার আদেশও হতে পারে।

চার্লস (চাক) ওয়েলডেন কল্‌সন তার প্রথম জীবনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন (১৯৬৯-১৯৭৩), কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি ইভ্যানজেলিক্যাল প্রচারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ও অনেক বই লেখেন। "**ঈশ্বরকে ভালোবাসা**" *(Loving God)* নামক তাঁর পুস্তকে তিনি একজন ভদ্রমহিলার কথা লিখেছেন, যিনি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হবার পর তাঁর আচরণের দ্বারা এই সত্য প্রকাশ করেছেন।

''রবিবারের সান্ধ্য উপাসনার সাক্ষ্যদানের সময় যখন প্যাটি আওয়ান এগিয়ে গেল, তখন তাকে দেখে কেউই অবাক হয়নি। কারণ তাকে সবাই একজন সাণ্ডেস্কুল টিচার এবং বেশ পরিপক্ক খ্রীস্টবিশ্বাসী হিসাবে জানে, যে কয়েক মাস আগে এক পুত্রের মা হয়েছে, শিশুটি তার ও তার স্বামী জেবীর প্রথম সন্তান। তাই তাকে এগিয়ে যেতে দেখে মণ্ডলীতে উপস্থিত সমস্ত বিশ্বাসী ভেবেছিল যে, সে তার সেই সন্তানের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু প্যাটি সেদিন যে কথা বলল, তা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না।

বেদির সামনে দাঁড়িয়ে প্যাটি বলতে শুরু করে, '৪ বৎসর আগে এমনই এক দিনে একটি যুবতী ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট হাতে পেয়ে তার বাড়ীতে বসে বসে কাঁদছিল। একা, অবিবাহিত, কিন্তু সেই রিপোর্টে সে জানতে পারে যে, সে গর্ভবতী। তার এই কথা শুনে মণ্ডলীর সবাই জড়সড় হয়ে বসে। এই কথা বলতে বলতে প্যাটির চোখ থেকে জল পড়তে থাকে, তখন মণ্ডলীর সবাই উপলব্ধি করে, প্যাটিই সেই যুবতী।

প্যাটি আরও বলে, ''আমি নিজেকে একজন খীস্টবিশ্বাসী বলে মনে করতাম, আমি যখন ড্রাগে আসক্ত ছিলাম, তখন খ্রীস্টের বিষয় প্রথম জেনেছিলাম। তাঁর বিষয় শিক্ষা পাবার পর, আমি জানতাম যে, নিজেকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু আমি আমার পুরানো বন্ধু ও পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছিলাম না। আর তাই, আমি দুই ভিন্ন জগতের স্রোতে ভেসে চলেছিলাম- এক জগতে আমি প্রতিদিন আমার নেশা চালিয়ে যাচ্ছিলাম ও আমার পাশের ফ্ল্যাটের লোকের সঙ্গে সহবাস করছিলাম; আর অন্যদিকে, রবিবার করে মণ্ডলীতে যাচ্ছিলাম, অন্যদের সঙ্গে যীশু বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছিলাম, যুব-সহভাগিতায় আমার দায়িত্ব আমি পালন করছিলাম।''

''কিন্তু গর্ভবতী হবার পর আমার এই অসম-জীবনের কপটতা এক টানে বাইরে বেরিয়ে এল। ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক পথে পথচলার প্রয়োজনীয়তা যদিও আমি সর্বদা উপলব্ধি করেছি, কিন্তু এতকাল আমার পদস্খলন ঘটেছে। এখন আমি আর মণ্ডলীর অন্যদের ন্যায় উপরে উপরে সুন্দর, পরিষ্কার খ্রীস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি না।''

''তখন আমার মনে যে চিন্তাটা সবার আগে কাজ করেছিল, তা হল, সব মুছে ফেলতে হবে। অর্থাৎ, গর্ভপাত করতে হবে, তাহলে মণ্ডলীর কেউ কিছু জানতে পারবে না। আমি আমার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিলাম, ডাক্তারবাবু গর্ভপাতের দিন স্থির করলেন। আমি যদিও ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার ছেলেবন্ধু নাছড়বান্দা। আমার দিদি আমাকে যথেচ্ছ গালাগালি দিল, কারণ গর্ভবতী হবার মতো বোকার কাজ আমি করেছি। বাধ্য হয়ে শেষে, আমি আমার বাবা-মাকে চিঠি লিখলাম। তারা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক, আর তাই আমি জানতাম যে, আমি যদি আমার বাচ্চাকে জন্ম দিতে চাই, তারা আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমার মা আমাকে উত্তর দিল, ''তুমি যদি গর্ভপাত না কর, আমি তোমার মুখ কখনও দেখব না। তুমি তোমার যোগ্য শাস্তি পেতে চলেছ, তোমার জীবন ধ্বংস হবে।''

''এর আগে আমি সর্বদা আমার জীবনের সমস্ত বিষয়রে জন্য অন্যদের উপর নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা এমন একটা সিদ্ধান্ত, যা কেবল আমাকে নিতে হবে। এ বিষয়ে অন্যদের উপর নির্ভর করলে চলবে না। সেদিন যখন আমি আমার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম, আমি যদি সত্যি খ্রীস্টবিশ্বাসী হতাম, তাহলে আমি এমন কাজ করতে পারতাম না। ঈশ্বর যদিও বাস্তব, আমি কিন্তু কখনও তাঁর ন্যায় জীবন যাপন করিনি।''

''সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এতদিনের মনগড়া ঈশ্বরকে ত্যাগ করে, আমি বাইবেলের ঈশ্বরে আমার আস্থা স্থাপন করলাম। তখন আমার পরিস্থিতি হল, আমি সম্পূর্ণ একা, গর্ভবতী, পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত, আবার আমি যাকে ভালোবাসতাম, তার দ্বারাও পরিত্যক্ত। তথাপি, আমি আমার হৃদয়ে প্রথম বারের জন্য উপলব্ধি করলাম অনাবিল শান্তি, কারণ আমি উপলব্ধি করলাম যে, এতকাল আমি যা পারিনি, আজ আমি তা করতে পেরেছি, আমি ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছি।"

"আমি যখন একজন ধাত্রীবিদ্যার ডাক্তারের কাছে গেলাম, এবং তাকে আমার বাচ্চাকে জন্ম দিতে আমার ইচ্ছার কথা ও সেই ইচ্ছার কারণের কথা বললাম, তখন তিনি বিনাপয়সায় আমার বাচ্চার জন্মের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি মণ্ডলীতে আমার অসম-জীবনের কথা স্বীকার করলাম। তারা আমাকে অন্য একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত হতে সাহায্য করলেন। আমি খ্রীস্টীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে শুরু করলাম এবং ঈশ্বর আমাকে এই উপলব্ধি দিলেন যে, আমার বাচ্চা জন্মালে, তাকে সন্তানহীন কোনও পিতা-মাতার কাছে সমর্পণ করলে ভালো হয়। আমি সারা নামে একটি সুন্দর শিশু-কন্যাকে জন্ম দিই। সন্তানহীন এক খ্রীস্টবিশ্বাসী দম্পতি তাকে গ্রহণ করে এবং সকলেই এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ঈশ্বরের পরিচালনা অনুভব করে।"

"আর তাই, এই সন্ধায় আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করছি। গভীর নিরাশার মধ্যে আমি ভেবেছিলাম, আমার জীবন ধ্বংস হতে চলেছে; কিন্তু আমি জানতাম, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হয়ে আমার পাপের প্রতি আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু সেদিনের সেই নিরাশা ও বাধ্যতা আমাকে এমন আশীর্বাদ করেছে, যা আমি কখনও কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি। ঈশ্বরভক্ত স্বামীকে আমি পেয়েছি এবং তার সঙ্গে আমাদের এই পুত্র-সন্তান। কিন্তু তার থেকেও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যা আমি এতদিন হন্যে হয়ে খুঁজেছি, তা আমি পেয়েছি- আর তা হল, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি।"

প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্ব আমাদের আচরণের দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি।

খ। কথার পরীক্ষা: ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্ব পরীক্ষা করার দ্বিতীয় উপায় হল আমাদের কথার পরীক্ষা। ৪৫ পদের শেষাংশে যীশু বলেছেন, ***"যেহেতু হৃদয়ের উপচয় থেকে তার মুখ কথা বলে।"*** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যেমন পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, বন্যার জন যেমন পাশ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে, ঠিক তেমনই আমাদের হৃদয়ে যা থাকে, তা আমাদের কথায় প্রকাশ পায়। যার হৃদয়ে ভালো বিষয় থাকে, তার কথাও হবে ভালো কথা; কিন্তু মন্দ হৃদয় থেকে মন্দ কথাই বের হবে। আমাদের হৃদয়কে আমরা বেশিদিন গুপ্ত রাখতে পারি না; সময় আসে যখন আমাদের কথায় সত্য প্রকাশ পায়। আর তাই, আমাদের সমস্ত কথার বিষয় আমাদের যত্নবান হতে হবে। মথি ১২:৩৬ পদে যীশু বলেছেন, ***"মানুষরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হবে।"*** তাই, দাউদ এমন প্রার্থনা করেছে, ***"হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করে দাও"*** (গীত ৫১:১০)।

যীশুর কথাকে ভিত্তি করে একজন এমন কথা বলেছেন, *"আমাদের আত্মার লিটমাস পরীক্ষা হল আমাদের জিহ্বা, আমাদের জীবনের উৎপন্নদ্রব্য হল আমাদের হৃদয়ের লিটমাস পরীক্ষা।"* যীশু আমাদের বাচনভঙ্গিও পরিবর্তিত করেন। যাকোব ১:২৬ পদে বলা হয়েছে, ***"যে ব্যক্তি নিজেকে ধর্মশীল বলে মনে করে, আর নিজের জিহ্বাকে বল্গা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু নিজ হৃদয়কে ভুলায়, তার ধর্ম অলীক।"*** সত্য বিশ্বাস আমাদের কথাকে পরিবর্তিত করে। আমাদের কথা হল আমাদের আভ্যন্তরীণ হৃদয়ের সবথেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমাদের কথাবার্তা কি ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়? প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের উচিৎ, আমরা যেন আমাদের আচরণ ও আমাদের কথার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্বের পরীক্ষা করি। ২০১৩ সালের আগষ্ট মাসের ১৬ তারিখে পূর্ব-চীনের একটি চিরিয়াখানায় ধরা পড়ে তীব্বতের মাসতীব কুকুরকে এতদিন আফ্রিকান সিংহ হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। পশুটির চীৎকারই তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে।

ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আমরা অন্যদের ও নিজেদের ঠকাতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে নয়! আমাদের আচরণ ও কথা কি সেই হৃদয় থেকে নির্গত হয়, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com